The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

ইমাম খোমেনির কবিতায় সমাজভাবনার প্রতিফলন

[Reflection of Social Theme in Imam Khmeini's Poetry]

Dr. Md. Kamal Uddin
Professor, Department of Persian Language & Literature, University of Rajshahi-6205, Bangladesh
Dr. Tahmina Begum
Professor, Department of Persian Language & Literature, University of Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 27 February 2025
Received in revised: 22 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Reflection Social Theme,
Imam Khmeini, Poetry.

ABSTRACT

Imam Khomeini (1902-1989) was the founder of the Islamic Republic of Iran. He performed his responsibility as the first Supreme Leader of Iran from 1979 until his death in 1989. Although he was a great Political and religious leader of the contemporary world, he composed a large Divan in Persian known as Divan-i-Imam Khomeini. His Divan contains spiritual ideas and makes a bridge between human being and Allah (SWT). Being an Islamic leader, his expression of eternal love with the creator is very deep and emotional. The mystic thoughts and feelings have been illustrated in his poetry. In addition, the sociopolitical and cultural themes are also reflected in his poetry as well. As he was a prominent social thinker of people of all walks of life, social themes are also very clearly visible in his poetry. He awakened the common people's awareness of their political, social, cultural, and religious rights. These social themes are verily dealt with in his poetry. The article is aimed at examining the social themes in the poetry of Imam Khomeini as they appear especially in his Divan.

ইমাম খোমেনি বিশ শতকের কিংবদন্তী। বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। ইরানের ইসলামি বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা। জীবনের সিংহভাগ কেটেছে তার মানুষ গড়ার কাজে ও রাজনীতির ময়দানে। এমনকি সুদীর্ঘকাল নির্বাসনে থেকেও মানুষকে দেখান মুক্তির দিশা। জাগিয়ে তোলেন অধিকারের চেতনা। একই সাথে ইমাম খোমেনি আধুনিক ফারসি কবির মর্যাদায় আসীন। তার কবিতায় অনুরণিত হয় ঐশীপ্রেমের দ্যুতি। মানুষের জীবন দর্শন, আত্যাচার-নিপীড়ন থেকে মুক্তি, নারীর অধিকার ও সৃষ্টিশীলতার মননে এগিয়ে যাবার প্রেরণায় দীপ্যমান তার কবিতা। তিনি সমকালীন মানুষের সমস্যাবলি খুব কাছ থেকে অনুধাবন করেন। পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত স্বাধীন জীবনের স্বাদ উপহার দিতে তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মানুষের অধিকার আদায়ের অনুভূতিগুলো কবিতার ছন্দে ছন্দে চিত্রিত হয়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ভাবনার প্রকাশ ঘটে তার কবিতায়। যাপিত জীবনের নিত্য অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে কবিতার প্রধান উপজীব্য। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার মিশেলে অনুরণিত তার কবিতা। জীবদ্দশায় তার পূর্ণাঙ্গ দিওয়ান আলোর মুখ না দেখলেও বিভিন্ন সময় রচিত কবিতা যেন সব শ্রেণির মানুষের অন্তরে প্রেরণা যোগায়। সাধারণ মানুষের কণ্ঠেও উচ্চতি হয় তার কবিতা।

ইমাম খোমেনির কবিতায় সমাজভাবনার প্রতিফলন

ইমাম খোমেনি শৈশব থেকেই প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেন। পারিবারিক আবহই ছিল সত্যের পক্ষে আর অন্যায়ের বিপ্রতীপে ভূমিকা পালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্যক্তিজীবনেও তিনি মানুষের অধিকার আদায়ের বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। ইরানে সাংবিধানিক আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের যে অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা ছিল তা রেজা খানের স্বৈরাচারী হওয়ার পথ সুগম করে দেয়। আর মানুষকে নতুনভাবে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে দেয়। সমকালীন শাসকশ্রেণি ও বৈদেশিক প্রভাব দুটিই সমভাবে মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পরাধীনতায় ভরে ওঠে। অথচ অপরের গোলামিতে মানুষের স্বাধীন সত্তা বিকাশের সুযোগ পায় না কিছুতেই। ইসলামের শাশ্বত বিধানে মানুষ স্বাধীনভাবে স্রষ্টার সকল বিধানের অনুসরণের সুযোগ পাবে। আর এটি নিশ্চিত করার জন্যই প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইসলামের আলোকে পরিচালিত হওয়া। যা বিশ্বের নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিবে। ইমাম খোমেনি স্বীয় প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায় সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যাবলি চিহ্নিত করে সেগুলো উত্তোরণে পথ সুগম করেন। উপনিবেশবাদ ও বৈদেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করে তোলেন। স্বাধীন ও উন্নত জীবন লাভের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন। দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামে ইরানে

প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি প্রজাতন্ত্র। ফলে মানুষের জীবন উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। ইমাম খোমেনির বক্তৃতা ও লেখনী সত্য ও কল্যাণের পথে ধাবিত করে। এই সমাজভাবনার নানা দিক প্রতিফলিত হয় তার কবিতায়। জাগতিক ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে আধ্যাত্মিক চেতনায় উজ্জীবিত হবার প্রেরণা যোগায় তার কবিতা। ভাব ভাষা ও ছন্দের আবহে এই চিন্তাধারা আরও পরিশীলিত হয়। মানুষের মনের গহিনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ইমাম খোমেনির কবিতার অন্তর্গত অনুভবের কেন্দ্রজুড়ে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার সৌরভ। মহাজাগতিক ভাবনার নানা দিগন্তের উন্মোচন ঘটে তার চিন্তাধারায়। মূল্যবোধের সুরঝংকার বিচ্ছুরিত হয় কবিতার পরতে পরতে। ইমাম খোমেনির দিওয়ান প্রথম আলোর মুখ দেখে ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে। এতে রয়েছে একশ পঞ্চাশটি গজল, একশ চৌদ্দটি রুবাই, তিনটি বড় কাসিদা ও তারজিবান্দ কবিতা।[১] আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গে তার কবিতায় সমাজভাবনা তথা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলির প্রকাশ ঘটে। তার কবিতায় দৃশ্যমান ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। আর স্বৈচরাচারের যাতাকলে নিষ্পেষিত মানুষের আর্তনাদের চিত্র। প্রধানত খোমেনির কবিতা তিন ধারায় বিভক্ত করা যায়- প্রথম যুগের কবিতা রাজনৈতিক-ধর্মীয় বিষয়সম্বলিত। যেগুলো তার যৌবনের উচ্ছ্বাসের সাথে জড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় ভাগের কবিতায় অনুরণিত হয় আধ্যাত্মিক গজল ও ধর্মীয় ভাবনা। এ যুগের কবিতায় কাসিদা বা প্রশংসামূলক কবিতা এবং মুরসিয়া বা শোকগাঁথাও দৃষ্টিগোচর হয়। তৃতীয় যুগের কবিতা ষাটের দশকের বিষয়াবলির সাথে মিশে আছে। এ সময়ের প্রায় সব কবিতাই আধ্যাত্মিক রঙে ভরপুর। কেতআ বা টুকরো কবিতা, রুবাই বা চতুস্পদী কবিতায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবধারাও প্রতিফলিত হয়। যা পরিমাণে নগণ্য। তবে যৌবনকালে রচিত কবিতার ভাবনার চেয়ে পরিণত বয়সে রচিত কবিতা শিল্পমানে আরও উন্নত। মানুষের মর্যাদা সমুন্নত রাখার প্রেরণা উচ্চকিত হয় তার কবিতায়-

گر تو آدم زاده هستی علم الاسماء چه شد قاب قوسین کجا رفته او ادنی چه شد
بر فردا دار فریاد انا الحق میزنی مدعی حق طلب حق طلب انیت و انی چه شد[২]

আদম সন্তান হিসেবে তোমার নামের শিরোপা কোথায়?
কাবা কাউসাইন বা নিকটবর্তী বান্দা কোথায়? আরও নিকটে প্রতিধ্বনি কোথায়?
মাথা উঁচু করে দাঁড়াও, 'আনাল হক' বা আমিই সত্য এর ধ্বনি উচ্চ কর
হকের অন্বেষায় বেড়িয়ে পড়, তোমার 'আমি আর আমরা' এর রহস্য কোথায়?

আর্থ-সামাজিক ভাবনা

মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সফল নেতা ইমাম খোমেনি। ইরাক ও ফ্রান্সে নির্বাসিত থেকেও তার আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল খুবই প্রজ্ঞাপূর্ণ ও দূরদর্শী। মানুষের উপর জুলম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ, মুক্ত চিন্তা ও ধর্মীয় অধিকার লাভের মতো পরিবেশও ইরানে বিরাজ করেনি। শাহের দুঃশাসনে মানুষের জীবন ছিল অতিষ্ট। আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাও ছিল বিপর্যস্ত। অসহায় বঞ্চিত মানুষ দুমোঠো খাবারের অভাবে কষ্টে দিনাতিপাত করছিল। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ফলে ধনী আরও ধনী হতে থাকে আর গরিব হতে থাকে আরও নিঃস্ব। এগুলোর প্রতিবাদে দাঁড়ালেই নেমে আসে নির্যাতনে স্টিম রোলার। এমনকি খুন, গুম ও নির্বিচারে গুলি চালানো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। রেজা শাহের কবল থেকে মুক্তি লাভে মানুষের আর্তনাদ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এই অনুভতির প্রকাশ ঘটে ইমাম খোমেনির কবিতায়ও।

از جور رضا شاه کجا داد کنیم زین دیو، بر که ناله بنیاد کنیم
آن دم که نفس بود، ره ناله ببست اکنون نفسی نیست که فریاد کنیم.[৩]

রেজ শাহের অত্যাচারের অবসান হবে কীভাবে
কান্না এই দানবের কাছে থেকে মুক্তির ঢাল হয়ে যাবে।
সেই সময় দীর্ঘশ্বাস ছিল কান্নার পথ ছিল বন্ধ
এখন দীর্ঘশ্বাস নেই আছে মুক্তির প্রত্যাশা।

উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা

ইমাম খোমেনির রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনা ছিল খুবই সুদূরপ্রসারী। তার রচনাবলি ও বক্তৃতায় যেভাবে রাজনীতিক চিন্তাধারা ফোটে ওঠে তেমনি এর প্রতিফলন ঘটে তার কবিতায়ও। বিশেষ করে উপনিবেশবাদ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তার সূক্ষ্মধর্মী বিশ্লেষণের রূপায়ণ ঘটে কবিতার ছন্দে ছন্দে। যৌবনের উদ্যমতার ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠা খোমেনির রক্তকণিকায় লুকিয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা। স্বৈরাচারী শাসনের যাতাকলে পিষ্ট হওয়া নিপীড়িত মানুষের প্রতি ছিল তার গভীর অনুরাগ। অধিকারবঞ্চিত ইরানি জনগণের প্রতি প্রবল ভালোবাসা তাকে মানুষের অধিকার

আদায়ের লড়াইয়ে সোচ্চার করে তোলে। ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ছিলেন প্রবল আশাবাদী। তারুণ্যের শক্তিকে উজ্জীবিত করে মানুষের অধিকার আদায়ের গণজোয়ার সৃষ্টি করেন। তরুণ-যুবারা মূল্যবোধের চেতনায় ইসলামি বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। একদিকে মুসলিম বিশ্বের মহাবিপর্যয় অন্যদিকে সৌদি আরবের ভূমিকায় ছিলেন তনি মর্মাহত। প্রতিবাদে তার অন্তর ফেটে পড়ে। এসবের প্রতিরোধে গণজাগরণের বাণী উচ্চকিত হয় তার কবিতায়।

تا به کی این کافران نوشند خون اهل ایمان چند این گرگان کنند این گوسفند را شبانی
تا به کی این ناکسان باشند بر ما حکمرانان تاکی این دزدان کنند این بی کسان را پاسبانی
تا کی بر ما روا باشد جفای انگلیسی آن که ظلم و ستم و فرد است و او را نیست ثانی[৪]

আর কতকাল ঈমানদারদের রক্ত চুষে খাবে এই কাফেরের দল
এই নেকড়েগুলো আর কতদিন ভেড়ার রাখালি করবে।
নাম নিশানাহীন লোকেরা আমাদের শাসক হয়ে থাকবে কতকাল
কতকাল এই চোরেরা অসহায়দের ওপর নিপীড়ন চালাবে।
ইংরেজদের আধিপত্য আমাদের ওপর চলবে আর কতকাল
জুলুম-নিপীড়ন ও আধিপত্যের কি কোনো বিকল্প নেই।

মানুষের মর্যাদা

মহান আল্লাহর ভালোবাসার এক অনুপম নিদর্শন মানুষ। তাকে সৃষ্টি করেই সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়নি; ভূষিত করা হয় সর্বোচ্চ সম্মানে। আদমের সম্মানে প্রকাশ্যে সিজদায় অবনত হয় ফেরেশতা ও জ্বিন জাতি। মহান স্রষ্টার পরই মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন। সৃষ্টির সূচনাতেই হয়ে যায় মানুষের বর্ণাঢ্য অভিষেক। যার উদ্যোক্তা ছিলেন মহান রব। যিনি সর্বোন্নত অবয়বে সৃষ্টি করেন মানুষকে। সম্মানিত করেন উন্নত মর্যাদয়। সেই মহান প্রভূর সন্তুষ্টিতে জীবন ত্যাগও অতি সামান্য। খুবই নগণ্য। তাইতো জগতের সেরা মানুষেরা স্রষ্টাপ্রেমে বিভোর। তাঁরই প্রেমের অমিয় সুধা পানের নেশায় দিশেহারা। এ ভালোবাসার সুরভিতে মানুষের হৃদয় উচ্ছ্বসিত। স্বর্গীয় আভায় প্রাণ উদ্বেলিত। অন্তর আলোকিত। মনের গহীনে আনন্দের বান বয়ে যায়। দৃষ্টিতে শুধুই তাঁর ভালোবাসার নিদর্শন ভেসে বেড়ায়। মহাবিশ্বের সর্বত্র তাঁর প্রেমের মায়াবি রূপ।[৫] যে রূপের মাধুর্যে নিজের সত্তা মিশে একাকার। যেখানে থাকবে না কোনো গোলামির জিঞ্জির। বিদায় নিবে সব জুলুম নিপীড়নের নাম নিশানা। মানুষের মর্যাদাও হবে উচ্চকিত।

ظاهر شود آن شاه اگر، شمشیر حیدر بر کمر دستار پیغمبر به سر، دست خدا در آستین
دیاری از این ملحدان، باقی نماند در جهان ایمن شود روی زمین از جور و ظلم ظالمین ১৫

সফল বাদশাহ সেই যার হাতে হযরত আলীর তরবারি
মাথার রাসূলের পাগড়ি আর হাতে খোদার শক্তির নিদর্শন।
পৃথিবীর বুকে নাস্তিকের থাকবে না কোনো অস্তিত্ব
জুলুম ও নিপীড়নের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হবে মানুষের জীবন।

নারীর ঐশ্বর্য

নারী ও পুরুষের সমবায়ে গড়ে ওঠে উন্নত সমাজ ও সভ্যতা। মূল্যবোধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নারীরাও সমাজ-বিনির্মাণে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেন। ইসলামের আদর্শ প্রসারেও নারীদের রয়েছে ঐতিহাসিক ভূমিকা। নারীরা মা, কন্যা, বোন, স্ত্রী হিসেবে মর্যাদায় আসীন। ইরানের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নারীদের ভূমিকাও কোনো অংশে কম নয়। ইসলামি বিপ্লবোত্তর ইরানে অগণিত পুরুষের শাহাদাতের ফলে যে শূণ্যতা সৃষ্টি হয় তা পূরণেও তারা এগিয়ে আসেন। ইমাম খোমেনির নারীদের প্রতি ছিল অগাধ আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা। যা তার বক্তৃতা ও লেখনীতে ক্ষুরধারভাবে প্রকাশ পায়। এমনকি তার কবিতা রচনায়ও পুত্রবধু ফাতেমা তাবাতাবায়ির ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। তার এই ভাবনা আধুনিক কালেও নারীদের প্রতি ইসলামের মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠা পায়।

فاطی به نور فطرت آراسته است از قید حجاب عقل پیراسته است
گویی که ز بحر نور سلطاننی و صدر این یتیم پاک برخاسته است[৬]

ফাতি স্রষ্টার নূরের আলোয় দ্বীপ্তিমান
হিজাবের গুণে জ্ঞানের সৌন্দর্যে বিকশিত।
সুলতানি ও সাদর এর নূরের সাগরে বহমান
এই পূতঃপবিত্র এতিম বেড়ে ওঠে মহিমায়।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র মানবতার বিজয়

ইসলামি প্রজাতন্ত্র শোষণ-নিপীড়নের বিপ্রতীপে মানবতার বিজয়। অধিকারবঞ্চিত মানুষ লাভ করে মুক্তির স্বাদ। স্বাধীনতার সুখ। এ বিপ্লবের প্রভাব শুধু ভূগোলের ঠিকানায় সীমায়িত থাকেনি। পৃথিবীর সব মজলুমের জন্যই এই সফল বিপ্লব আশার আলো জাগায়। সত্যের সৌরভ ছড়িয়ে দেয়। ফিলিস্তিন ও গাজাসহ বিশ্বের নানা জনপদের মানুষ তাদের মনের আকুতি প্রকাশের সুযোগ পায়। মুসলিম বিশ্ব যখন ভোগের নেশায় হাবুডুবু খায় তখন মানবতার দুশমনদের বিরুদ্ধে ইরান দাঁড়িয়ে যায়। প্রতিবাদের সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ইরানের ইসলামি বিপ্লবের সফলতা সারা দুনিয়ার অসহায় মানুষের বিজয়ে সূতিকাগার। প্রেরণা উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়।

جمهوری اسلامی ما جاوید است دشمن ز حیات خویشتن نومید است
آن روز که عالم ز ستمگر خالی است ما را و همه ستمکشان را عید است.[৭]

আমাদের ইসলামি প্রজাতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী
শত্রুরা চিরতরে নিরাশ হয়ে পড়েছে।
পৃথিবী এখন শত্রুর কবল থেকে মুক্ত
আমরা এবং সকল নিপীড়িত মানুষের ঈদ এসেছে।

আধ্যাত্মিক ও জাগতিক ভাবনার ঐকতান

জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনার মিশেলে এগিয়ে যায় জীবনের পথচলা। একটিতে বাদ দিলে অন্যটি অপূর্ণ থেকে যায়। মহান রবের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভের প্রার্থনা করার শিক্ষা রয়েছে আল কোরআনেও। আর পৃথিবীকে জয় করতে হলেও প্রয়োজন ঐশীপ্রেমের জ্যোতি। দিনের বেলা যুদ্ধের ময়দানে মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আর রাতের আঁধারে স্রষ্টার সামনে সমর্পণেই প্রকৃত সফলতা। ঐশীপ্রেমে নিমগ্ন হৃদয়ের তরে সদা প্রবহমান মহান রবের করুণাধারা। এ জলাশয়ে অবগাহনে অন্তর সিক্ত হয়। প্রাণিত হয়। আলোর দিশা পায়। জীবন ধন্য হয়। ইমাম খোমেনির ভাবনার আকাশজুড়ে মহান রবেরই শ্রেষ্ঠত্ব ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের আত্মা, শরীর, জীবন ও জগৎ সবই উদ্ভাসিত তাঁর প্রেমের ছোঁয়ায়। কবি সেই ঐশীদ্যুতির প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন। অন্য সব পথ স্রষ্টার ভালোবাসার সামনে খুবই গৌণ। খুবই তুচ্ছ। পরম সত্তার প্রেমে ডুবে যাওয়াতেই সৃষ্টিসুখের উল্লাস। অন্ধকার গহীন বনে মুক্তির বাসনা হৃদয়ে জাগরিত হলেই জীবন স্বার্থক। বেদনার্ত হৃদয়ে আশার আলো জ্বলে ওঠে তার কবিতায়।

افسانه ی جهان، دل دیوانه ی من است در شمع عشق سوخته، پروانه من است
گیسوی یار، دام دل عاشقان اوست خال سیاه پشت لبش دانه ی من است[৮]

আমার বেহুঁশ প্রাণের বিবরণ জগতের রূপকথায় পরিণত
প্রেমের প্রদীপে আমারই পতঙ্গ জ্বলে পুড়ে ছারখার।
বন্ধুর অলকগুচ্ছ প্রেমিকদের হৃদয়ের ফাঁদ
তার ঠোঁটের কালো তিলে আমার প্রাণ বিধে আছে।

জীবনের দর্শন

খোমেনির কবিতায় বিচ্ছুরিত হয় জীবনের দর্শন। পার্থিব জীবনের অসারতা আর আগামী দিনের ভাবনায় বিভোর ছিল তার অন্তর। শৈশব-কৈশোর, তারুণ্য-যৌবন আর প্রৌঢ়ত্বের সিঁড়ি বেয়ে চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে বার্ধক্যের জীর্ণতা। অথচ মানুষ লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাস, অন্যায়-অবিচার আর পদলোভে নানামুখী পাপাচারে নিমজ্জিত। তাদের এই ব্যর্থ জীবনের প্রতি কবির আফসোস-আক্ষেপের অন্ত নেই। হায়! চেহারার উজ্জ্বলতা দিন দিন বিদায় নিচ্ছে, কালো চুলের রঙ সাদায় পরিণত হচ্ছে। ধীরে ধীরে একাকিত্বের গহীনবনে যাত্রার ঘন্টাধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে। এই যাপিত জীবনের বর্ণিল আয়োজন কবির কাছে খুবই গৌণ। বেলাশেষে জীবনপাতার যে ক্যানভাস চোখের সামনে ভীড় করে তা কতটা সুখের? তাই বিবেচ্য। তার কবিতায় উদিত হয় জীবনবোধের নতুন রেখা। ভাবনার নয়া দিগন্ত। কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়-

پیری رسید و عهد جوانی تباه شد ایام زندگی همه صرف گناه شد
به راهه رفته پشت به مقصد، همی روم عمری دراز، صرف در این کوره راه شد[৯]

বার্ধক্যের আগমনে যৌবনের উচ্ছ্বাস বিদায় নিল
জীবনের দিনলিপি পাপের মধ্য দিয়েই কেটে গেল।
লক্ষ্যহীনভাবে চলছে জীবনের গতি
দীর্ঘকাল যেন আগুনের ভেতর ডুবেই একাকার।

সত্যের সুরভি

মহান স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসায় অন্তরে প্রশান্তি মিলে। তাঁরই আদেশ-নিষেধের প্রতি আত্মসমর্পণেই নিহিত মানুষের মুক্তি। যাঁর হাতে মানুষের জীবন তিনিই তাদের কল্যাণ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তাঁর নির্দেশনার বেড়াজালে মিশে আছে মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ। সত্য-সুন্দরের ভালোবাসায় জীবন হয়ে ওঠে আনন্দময়। অসহায় বিপন্ন মানুষের জীবনে ফিরে আসে সুখের হাসি। আত্মার প্রশান্তি। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো সবাই একই আদমসন্তান। একই ধারায় গতিশীল। নেই কোনো ভেদাভেদ। পার্থক্য শুধু কর্মের মানদণ্ডে। মহান স্রষ্টার নির্দেশনায় হৃদয়কে আলোকিত করার চেয়ে উত্তম কাজ আর কীইবা হতে পারে? মানুষের মুক্তির দিশা একমাত্র তাঁরই পথে মিশে একাকার। আশার আলো সঞ্চারিত হয় কবিতার ছন্দে ছন্দে-

افسوس که ایام جوانی بگذشت حالی نشد و جهان فانی بگذشت
مطلوب همه جهان نهان است، هنوز دیدی همه عمر، در گمانی بگذشت[১০]

আফসোস! অতীতের প্রতি আর দিনগুলোও নিরাশায় ভরপুর
ধন-সম্পদ আর শান-শওকতের মোহেই ডুবে গেল জীবন তরী।
আঁধার-অমানিশায় আলোর প্রতি হাত বাড়াও হে বন্ধু!
সেই নিকষ-কালো জীবনে জ্বলে উঠবে আলোর মশাল।

জীবন ও প্রকৃতি

প্রকৃতির সাথে মানুষের জীবনের সম্পর্ক নিবিড়। সৃষ্টিরহস্যের গহীনে রয়েছে প্রকৃতির রূপের লহরী। ফুল, পাখি ও বসন্তের নৈসর্গিক সৌন্দর্য খোমেনির কবিতাকে প্রাণময় করে তোলে। ঋতুরাজ বসন্ত ফুলের সুরভিতে মুখরিত। বাগানের ঐশ্বর্যে মিশে আছে ফুল ও বুলবুল। একটি অপরটির পরিপূরক। মিলন-বিরহের মিশেলে তৈরি হয় প্রেমময় আবহ। প্রেমের অনুভূতি জেগে ওঠে বসন্তের আগমনে। অন্তরে আনন্দের বান বয়ে যায়। মনোলোক পুলকিত হয়। নতুন অনুভূতির সঞ্চার ঘটে অন্তরের গভীরে। নিসর্গের প্রেমে ডুব দেয়া যেন স্রষ্টারই রহস্যে হারিয়ে যাওয়া। নিজেকে বর্ণিল প্রকৃতির শোভায় একাকার করে দেয়া। যার তুলনা মেলা ভার। শিল্পীর তুলিতে এভাবেই নৈসর্গিক প্রকৃতি চিত্রায়িত হয়। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যও বাদ পড়েনি কবিতার পরশ থেকে।

بهار آمد که غم از جان برد غم در دل افزون شد چه گویم کز غم آن سَرو خندان جان و دل خون شد
گروه عاشقان بستند محمِله ا و وارستند تو دانی حال ما واماندگان دَر این میان چون شد
گل از هجران بلبُل، بلبل از دوری گل هَر دم به طَرْفِ گلِستان هَر یک بعشق خویش مفتون شد [১১]

বসন্ত এসেছে অন্তর্জ্বালা দূর না করে এ বেদনা আরও বেড়ে গেল
বৃক্ষ প্রিয়ের জন্য আমার হৃদয় রক্তময় কী করব সেই সহাস্য চিরহরিৎ।
আশেকের দল সামান নিয়ে চলে গেছে ওপারে
তুমি জান আমাদের কী অবস্থা যারা পড়ে আছি এখানে।
বুলবুলের বিরহে ফুল ফুলের বিচ্ছেদে বুলবুল প্রতিক্ষণে
গুল বাগিচার ধ্যানে প্রেম নিবেদনে উন্মাদ মজনুন।

মানবিক মূল্যবোধ

মানুষের জীবনমুখী ভাবনার প্রকাশ ঘটে ইমাম খোমেনির কবিতায়। জীবনের নানা সমস্যা তিনি ভাবতেন অবিরত। মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতি তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। কেননা সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাসের কোনো সুযোগ নেই মানুষের। তাই মানুষের জীবনভাবনা হয়ে ওঠে খোমেনির কবিতার বিশেষ উপজীব্য। সাধারণ মানুষের মতো করেই জীবনযাপনের প্রত্যাশা ছিল তার হৃদয়ের গভীরে।[১২] যা তার কর্মময় জীবনে এবং রাহবারের দায়িত্ব পালনকালে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করে। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হয়েও অন্তরের ভেতর লুকানো ভাবনা ও কল্পনা শৈল্পিক প্রকাশ ঘটান কবিতার মাধ্যমে। মানুষের কল্যাণের ভাবনার স্বরূপ ধরা পড়ে কবিতার ছন্দে ছন্দে। মানবিতার জয়গান উচ্চকিত হয় কবিতার ছন্দে ছন্দে।

به آخر کلام رسیدیم
ای عاشق شهرت ای دغل باز بس کن تو خز عبلات بس کن

گفتار تو از برای دنیاست پیگیری مهملات بس کن
بردار تو دست از سر ما تکرار مکررات بس کن [১৩]

শেষ কথা বলে যেতে চাই
হে খ্যাতির প্রত্যাশী! হে মিথ্যার অনুরাগী
অসত্যের দাপট পরিহার করো চিরতরে
তোমার কথা সবই পৃথিবীর তরে উচ্চারিত
সুযোগ সন্ধ্যানের মানসিকতা ভুলে যাও
আমাদের মাথা থেকে হাত গুটিয়ে নাও
বার বার একই কাজের ধারা নিঃশ্বেষ করে দাও।

তারুণ্যের উচ্ছ্বাস

তারুণেরা সৃষ্টির নেশায় এগিয়ে যায় সব বাধার পাহাড় মাড়িয়ে। তরুণ ও যুবসমাজের মনোলোক বিশ্বজয়ের প্রেরণায় উজ্জীবিত। দুর্গম গিরি অতিক্রমে নেই কোনো ক্লান্তির ছাপ। পাতালের গভীর থেকে ছিনিয়ে আনে মহামূল্যবান সম্পদ। পৃথিবীর গড়ার শক্তিও রয়েছে তারুণ্যেরই। অপশক্তির অবসানে তরুণেরাই পালন করে ঐতিহাসিক ভূমিকা। ভাঙা-গড়ার শক্তি উৎসর্গিত হয় যৌবনকালেই। আর বার্ধক্যে এসে বয়সের ভারে নুয়ে পড়ে মানুষ। নতুন নতুন সৃষ্টির জন্য পুরোপুরি শারীরিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। কাজেই জাতিগঠনে ভূমিকা পালনের উপযুক্ত সময় যৌবনকাল। ইমাম খোমেনি যৌবনের বিদায়ে ব্যথিত হন। আক্ষেপ করেন গভীরভাবে। যৌবনের বসন্তে তেমন কিছুই অর্জন হয়নি। আর কালের বাঁকে মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে দ্রততার সাথে।

افسوس که نامه جوانی بگذشت حالی نشد و جهان فانی بگذشت
مطلوب همه جهان نهان است، هنوز دیدی همه عمر در گمانی بگذشت [১৪]

আফসোস! যৌবনকাল বিদায় নিল জীবন থেকে
কিছুই অর্জিত হয়নি; পৃথিবীর সফর শেষ হয়ে গেল।
সমগ্র জাহানের কাঙ্ক্ষিত সবকিছু এখনো রয়েছে গোপন
দেখতে পেলে সারাটা জীবন শুধু আন্দাজ অনুমানেই বিদায় নিল।

ইসলামের বিজয় পতাকা

ইমাম খোমেনির বীরত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবনা ইরানের সফল ইসলামি বিপ্লবের প্রাণ হিসেবে ভূমিকা রাখে। পৃথিবীর প্রায় সব বিখ্যাত বিপ্লবেই রয়েছে পার্থিব স্বার্থ আর ক্ষমতা দখলের প্রাধান্য। কিন্তু খোমেনির আন্দোলনে দেখা মেলে জাগতিক ও মহাজাগতিক ভাবনার এক চমৎকার মেলবন্ধন। যদিও ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের সাথে আধ্যাত্মিকতার এক বিশাল ফারাক দৃষ্টিগোচর হয়। একইভাবে অধ্যাত্মধারার অনুসারীদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি রয়েছে উদাসীনতা।[১৫] এতদুভয়ের মিলনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ইমাম খোমেনির কবিতায়। ধর্মীয় বিধান ও আধ্যাত্মিকতার সমবায়ে মহান আল্লাহর প্রতি নিবেদনের অনাবিল আবহ সৃষ্টি হয়। আর ইসলামের বিজয় পতাকা পতপত করে উড়তে থাকে বিশ্বব্যাপী।

این سعید عید سعید حزب الله است دشمن ز شکست خویشتن آگاه است
چون پرچم جمهوری اسلامی ما جاوید به اسم اعظم الله است [১৬]

এই মোবারক ঈদ হিজবুল্লাহর ঈদ
দুশমন তার পরাজয়ের ব্যাপারে অবহিত।
কেননা আমাদের জমহুরী ইসলামি পতাকা
আল্লাহর মহানাম ইসমে আজম অঙ্কিত।

বৈশ্বিক ষড়যন্ত্রের অবসান

সমকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ছিল ইমাম খোমেনির নখদর্পণে। ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র যুগে যুগে অব্যাহত ছিল। এটি কোনো কাল বা দেশের সাথে সম্পৃক্ত নয়। মহানবির সময়েও ইসলামবিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। আধুনিককালে ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার

প্রেক্ষাপটে আমেরিকা প্রকাশ্যভাবে শাহকে সহযোগিতা করে আসছিল। এমনটি শাহের পরাজয়ের পর প্রতিবেশি ইরাকের শাসক সাদ্দামকে দিয়ে এই বিরোধিতা অব্যাহত রাখে। ইরান-ইরাক যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। অবশেষে ইমাম খোমেনি দূদর্শিতায় ইসলামি বিপ্লব সফলতার মাধ্যমে এগিয়ে চলে। এতদাঞ্চলে একটি বিশেষ বলয় তৈরি হয়। যেখানে শত্রুরা আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয় ইরান। খোমেনির ভাষয়-

جمهوری ما نشانگر اسلام است افکار پلید فتنه جویان خام است
ملت به ره خویش جلو می تازد صدام به دست خویش در صد دام است[১৭]

আমাদের প্রজাতন্ত্র ইসলামের নিশানা
দূষিত ফেতনার চিন্তা এখানে মূল্যহীন।
জাতি তার নিজ পথ ধরে অগ্রসরমান
আর সাদ্দাম নিজের হাতেই শত ফাঁদে পড়ে গেছে।

আশার আলো

কবিরা জীবনকে স্বাপ্নিক করে তোলেন। হতাশার নিকষ অমানিশায় আশার আলো ছড়িয়ে দেন। কবিতার পরশে মনের ভেতরজগতে এক ধরনের সাহস উদ্যম তৈরি হয়। যা সব প্রতিকূলতা জয়ের শক্তি জোগায়। কেননা রাত যত গভীর হয় প্রভাত তত ঘনিয়ে আসে। ভোরের আলোয় সব অন্ধকার বিদূরিত হয়। ভয়াবহ বিপদেও হৃদয়ে সাহস সঞ্চারিত হয়। স্বপ্নময় জীবনের সব বাধার পাহাড় মাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগায়। ইমাম খোমেনি তার কবিতার স্পর্শে জীবনের সব গ্লানি মুছে ফেলার পথ দেখান। সব আলোর দিশা একমাত্র মহান স্রষ্টার কাছ থেকেই উৎসারিত; আর বাকি সবই অন্ধকারে ভরপুর।[১৮] তাই খোমেনি মানুষের সত্তাকে ন্যায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। সৃষ্টিশীলতার রহস্য উন্মোচিত করেন। ভয়াবহ দুর্দিনেও এগিয়ে যাওয়ার অনুভবে অন্তর ভরে দেন। কবির ভাষায়-

یاد روی غم هر دو جهان از دل برد صبح امید همه ظلمت شب باطل کرد
جان من گر تو مرا حاصلی زا عمر عزیز ثمر عمر جز این نیست که دل حاصل کرد[১৯]

তোমার চেহারার স্মরণে দুজাহানের ব্যথা বিদূরিত হয়
আশার আলোয় রাতের অমানিশার অবসান ঘটে চিরতরে।
ও আমার প্রাণ! তুমি যদি হও জীবনের একমাত্র অর্জন
জীবনের ফল আর কিছু নয় যে অন্তর হয়েছে আলোময়।

ইমাম খোমেনি আধুনিক বিশ্বের এক প্রভাবক ব্যক্তিত্ব। তার নেতৃত্বে ইরানে প্রায় আড়াই হাজার বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। সূচিত হয় নতুন অধ্যায়ের। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান এগিয়ে যায় স্বমহিমায়। প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার দৃঢ়তায় অবসান ঘটে সব জুলুম নিপীড়নের। তার এই ভাবনার আকাশ প্রসারিত হয় কবিতাভুবনেও। দিওয়ানের ছন্দে ছন্দে অনুরণিত হয় মানুষের জীবনের কথা। মনের অব্যক্ত কথামালা ছড়িয়ে আছে তার কবিতায়। জীবনমুখী কবিতা হয়ে ওঠে সব শ্রেণির মানুষের নিত্য সঙ্গী। সমাজ-সংস্কৃতির রূপ প্রকাশ্য হয়ে যায় কবিতার পাতায় পাতায়। সমকালীন শাসকদের বিরুদ্ধে তার তীব্র প্রতিবাদের চিত্রও দৃশ্যমান। মানুষের অধিকারের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই সোচ্চার। তাই তো ইমাম খোমেনির কবিতা হয়ে ওঠে আধুনিক সমাজভাবনার কণ্ঠস্বর। ভাব ভাষা আর উপমার সমবায়ে তার কবিতা ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। আজও বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের জীবনে আশার আলো দেখায় তার কবিতা।

তথ্যসূত্র

[১] হামিদ বাসিরাত মানেশ ও ফাতেমা সাদাত যিগমিয়ান, *বাযতাবে মাসায়েলে সিয়াসি ওয়া এজতেমায়ি দার আশআরে ইমাম খোমেনি*, তেহরান: দো ফাসলনামে তারিখ নামে ইনকেলাব, ২০২৩) পৃ. ১০-১১।

[২] ইমাম খোমেনি, *দিওয়ানে ইমাম*, ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনু.) (ঢাকা: রোদেলা, ২০১৮), পৃ. ৫৫।

[৩] তদেব, পৃ. ১৮৬।

[৪] হামিদ বাসিরাত মানেশ ও ফাতেমা সাদাত যিগমিয়ান, *বাযতাবে মাসায়েলে সিয়াসি ওয়া এজতেমায়ি দার আশআরে ইমাম খোমেনি*, পৃ. ১৫।

[৫] ইমাম খোমেনি, *জিহাদে আকবর ইয়া মোবারেযে বা নাফস* (তেহরান: মোআসসেসেয়ে তানযিম ওয়া নাশরে অসারে ইমাম খোমেনি, ১৯৯৮), পৃ. ৫।

[৬] ইমাম খোমেনি, *দিওয়ানে ইমাম*, ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনু.), পৃ. ২২।

[৭] হামিদ বাসিরাত মানেশ ও ফাতেমা সাদাত যিগমিয়ান, *বাযতাবে মাসায়েলে সিয়াসি ওয়া এজতেমায়ি দার আশআরে ইমাম খোমেনি*, পৃ. ১৯।
[৮] ইমাম খোমেনি, *দিওয়ানে ইমাম*, ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনু.), পৃ. ২১।
[৯] তদেব, পৃ. ৫৪।
[১০] তদেব, পৃ. ১৬০।
[১১] তদেব, পৃ. ৫৩।
[১২] আলী রেজা দেহকান (সম্পা.), *চেহেল নুকতে আয সেইরেয়ে ইমাম খোমেনি* (কোম: নাশরে রুহ, ২০০২), পৃ. ২২।
[১৩] হামিদ বাসিরাত মানেশ ও ফাতেমা সাদাত যিগমিয়ান, *বাযতাবে মাসায়েলে সিয়াসি ওয়া এজতেমায়ি দার আশআরে ইমাম খোমেনি*, তেহরান: ২০২৩), পৃ.২৯।
[১৪] ইমাম খোমেনি, *দিওয়ানে ইমাম*, ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনু.), পৃ. ১৬০।
[১৫] হামিদ বাসিরাত মানেশ ও ফাতেমা সাদাত যিগমিয়ান, *বাযতাবে মাসায়েলে সিয়াসি ওয়া এজতেমায়ি দার আশআরে ইমাম খোমেনি*, তেহরান: ২০২৩), পৃ. ১২।
[১৬] ইমাম খোমেনি, *দিওয়ানে ইমাম*, ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনু.), পৃ. ১৫৬।
[১৭] তদেব, পৃ. ১৫৪।
[১৮] ইমাম খোমেনি, *কালেমাতে কাসার, পান্দহা ওয়া হেকমাতহা* (তেহরান: মোআসসেসে তানযিম ওয়া নাসরে অসারে ইমাম খোমেনি, ২০০৩), পৃ. ১৭।
[১৯] ইমাম খোমেনি, *দিওয়ানে ইমাম*, ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনু.), পৃ. ৪৩।